'স্বার্থবাদ ধর্মের অনুসারীদের বিচ্যুতি' কোনো সীমারেখাতেই আর থেমে থাকেনি। এমনকি এরা শুধু হারামকে হালাল প্রমান করার ধৃষ্টতা দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এরা আসলুদ্দীন অর্থাৎ তাওহীদের বিষয়েও ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। ফলে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থের নাম দিয়ে তাওহীদ বিনষ্ট করাকেও বৈধ প্রমান করার চেষ্টা করে চলছে তারা।

এরা আসলে কোন ইসলামের কথা বলছে, কোন ইসলামের স্বার্থের আওয়াজ তুলছে, যখন এরা ইসলামকেই বিনষ্ট করছে! এরা কোন মুসলিমদের কথা বলছে? মুসলিমদের কোন স্বার্থ বুঝাচ্ছে? যখন তারা তাওহীদকেই বিনষ্ট করছে!

এই 'স্বার্থবাদ' ধর্মের অনুসারীদের দুর্দশা কেবল সুস্পষ্ট এই গোমরাহি পর্যন্তই থেমে থাকেনি, বরং এরা যে 'মাসলাহা' ও 'স্বার্থ রক্ষার' দোহাই দিয়ে দ্বীনুল ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করে চলছে, এবং যে ক্ষতি ও মন্দ থেকে এরা বাঁচার দাবি তুলছে, তা যে কেউ লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে যে, এই স্বার্থ ও ক্ষতি শুধু কিছু ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ তারা এটাকেই মানুষের সামনে হক্ব হিসেবে এমন ভাবে তুলে ধরছে যেন তা বাস্তব এবং ঘটবেই ঘটবে! আর এরা যে মন্দ ও ক্ষতির বেড়াজালে আটকে পড়ে এর থেকে বাঁচার শ্লোগান তুলছে, তা তো আল্লাহর বিধান তরক করারই অবশ্যম্ভাবী ফল। এই পথভ্রষ্ট ও গোমরাহকারী লোকগুলো দুনিয়া রক্ষার অজুহাত দিয়ে মানুষের দ্বীন নষ্ট করে, আবার এরাই মানুষের দুনিয়াও নষ্ট করে ছাড়ে উদ্ভট ও অবাস্তব উপায় অবলম্বনের কারণে। ফলে যারা এই স্বার্থবাদী গোমরাহ লোকগুলোর অনুসারণ করে তারা নিজেদের দুনিয়াও খোয়ায়, আখিরাতও নষ্ট করে। এটাই তো হলো বড় লোকসান। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেনঃ

"বলে দিন, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দিবো কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের কথা। তারা ঐ সকল লোক যাদের চেষ্টা-পরিশ্রম দুনিয়ার জীবনেই বিফল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তারা ধারনা করে বসে আছে যে, তারা ভালো কিছুই করে চলছে"

[আল-কাহফঃ ১০৩-১০৪]

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'- ঈমানের এই ভিত্তিকে বিনষ্টকারী "জাতীয়তাবাদ" ধর্মকে আঁকড়ে থাকার জন্য গণতান্ত্রিক মুশরিক আর জাতীয়তাবাদের কাফিরেরা শত বছর ধরে জন্তুর মতো ডেকেই চলছে।

এদের উদ্দেশ্য, দেশে যেন তারা কাফিরদের সাথে 'সাম্য' ও 'সম্প্রীতি'র সাথে বসবাস করতে পারে। মানুষদেরকে এরা কুফরী ধর্ম গনতন্ত্রের ওপর ঈমান আনতে প্ররোচিত করতে থাকে। আর উদ্ভট সব অজুহাত দেয় যে, কাফিরদের সাথে (তথাকথিত) ঐক্যজোট করে, তাদেরকে ক্ষমতায় আনতে পারলে হয়তো কোনো নামধারী মুসলিম সরকারী বড় কোনো 'পদ' লাভ করে কুফরী সংবিধান দ্বারা মুসলিমদের উপকার সাধন করবে!

কোনো দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু হোক বা সংখ্যাগুরু, তারপরও এই 'স্বার্থবাদ' ধর্মের মুশরিকদের দাবি দাওয়া ও অজুহাতের মাঝে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। যদি দেখা যায় মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু, তবে এই মুশরিকরা বলে বেড়ায়, তাদের 'জাতীয়তাবাদ' ধর্মের প্রতি ঈমান আনলে সংখ্যাগুরু কাফির জনগোষ্ঠীর ক্ষতি থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকবে, কারণ কুফরী সংবিধানে তারা সবাই এক হিসেবেই বিবেচ্য হবে। শুধু তাই না, এরা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শিরকি নির্বাচনী ও কুফরি সংবিধানিক কাজে অংশীদারিত্বের দিকেও ডাকতে থাকে, যাতে করে কাফির দলবল তাদেরকে গণনায় ধরে!

আর যদি মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যায় বেশি হয়, তখনও এরা জাতীয়তাবাদের প্রতি ঈমান এবং কাফিরদের সাথে 'আন্তরিক' ও 'সম্প্রীতির' সাথে বসবাসের দিকে আহ্বান করে চলে। হয়তো এতে করে কুফফার রাষ্ট্রগুলোর ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা যাবে কিংবা তারা এদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে! স্বার্থবাদী মুশরিকরা আরো যুক্তি দেয়, সবার 'গনতান্ত্রিক ধর্ম' গ্রহন করা উচিত। যেহেতু মুসলিমদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে তাই এতে করে গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কুফরী সংবিধানের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ লাভ হবে, আর পরে কুফরী সংবিধানকে শিরকি পদ্ধতিতে পরিবর্তন করে ইসলামি শরীয়াতে রূপান্তরিত করা যাবে!

এদের কারণে শতকোটি মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার বিধান পরিবর্তনকারী ও ইসলাম বিনষ্টকারী তাগুতদের আনুগত্য করে চলে, কুফরী সংবিধান মেনে নিয়ে তারা নির্বাচনী কাজে যোগদান করে, নির্বাচনের মাধ্যমে আল্লাহকে বাদ দিয়ে ত্বগুতের নিকট বিধানের দায়িত্ব অর্পণ করে এবং ত্বগুতদেরকে নির্বাচিত করে ক্ষমতায় বসিয়ে আল্লাহর নাযিলকৃত শারিয়াহ আইন বাতিল করার ও নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী কুফুরী আইন প্রণয়ন করার সুযোগ করে দিয়েছে, অথচ আল্লাহ ব্যতীত কেউই বিধান দেয়ার অধিকার রাখে না। তারা জাতীয়তাবাদী সম্প্রীতির নামে নিজ দেশের কাফির ও মুশরিকদের সাথে মিত্রতা করে চলে, দ্বীনবিরোধী ও দ্বীনবিমুখ কাফির দলে যোগদান করে, যেমন, তারা দেশরক্ষা ও কুফরী আইন প্রতিরক্ষার নামে বিভিন্ন তাগুত বাহিনী ও ইউনিটে গিয়ে দেশে উদ্ভূত কুফুরগুলো রক্ষা করে চলছে। আর এভাবেই মানুষ আজ নিজেদের অজান্তেই কুফরে লিপ্ত হয়ে চলছে।

দ্বীনকে সম্পূর্ণরূপে হারানোর পরে, তাদের 'জাতীয়তাবাদের ভাইয়েরা' দ্রুতই তাদের বিপক্ষে চলে যায়, তাদের থেকে তাদের দুনিয়াকে ছিনিয়ে নেয়। হত্যা, সম্পদ বাজেয়াপ্ত আর জেলে বন্দী করার মাধ্যমে তাদের উপর শুরু করে ভয়াবহ নির্যাতন। এমনকি জাতীয়তাবাদ আর কুফফার শাসকদের প্রতি 'শ্রদ্ধাশীল' হওয়ার পরেও তাদেরকে স্বদেশের সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। তারা তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়, উদ্বাস্তু করে দেয়, তাদের 'নাগরিকত্ব' কেড়ে নেয়, অন্য কোনো দেশে যেতে বাধ্য করে। এর পরে সেই দেশে গিয়ে হয়ত আবার তারা ও তাদের সন্তানেরা সেই দেশ কিংবা সে দেশের কুফরি আইনের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দেবে।

গত প্রায় এক শতাব্দী ধরে ভারতে যা হচ্ছে তা এর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ব্রিটিশ আমলে নিকৃষ্ট আলেম ও ফিতনার সমর্থনকারীরা লোকজনকে তৎকালীন সময়ে দেশের প্রভাবশালী বিটিশদের প্রতি আনুগত থাকতে বলতো আর জিহাদ করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতো। অবস্থা এমন যায়গায় পৌঁছিয়ে ছিল যে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কেউ জিহাদের ডাক দিলেই তাকে 'খারেজী' বলা হতো। ঠিক একই সময়ে, মুসলিমদের প্রতি এতসব অপরাধ করা সত্ত্বেও স্বদেশের প্রতি আনুগত্যের নামে তারা শিখ, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য মুশরিক দলগুলোর প্রতি 'শ্রদ্ধাশীল' হতে বলতো। ব্রিটিশরা দেশ ছাড়ার পরে এসব নামধারী আলেমরা গণতন্ত্রের শির্কে প্রবেশ করতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করলো। তারা দাবী করলো, "কুফুরী আইনের মাধ্যমে তারা মুসলিমদেরকে রক্ষা করবে, তাদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করবে"। আর অনেক নামধারী মুসলিম এক্ষেত্রে এদের আনুগত্যও স্বীকার করে নিয়েছিল! বরাবরের মত তারা তাদের মিথ্যা ফতওয়ার উদ্গিরণ করতো এই বলে যে,

“গণতন্ত্রের মাধ্যমে হয়তো আইনের উপর প্রভাব ফেলবে, যার মাধ্যমে হয়তো কিছু ক্ষতি কমিয়ে আনা যাবে”, কিন্ত তাদের সবাই বেমালুম ভুলেই গিয়েছে যে, এর পাশাপাশি এটি তাদের দ্বীনকেও ধ্বংস করে দিবে। আর তাদের শত্রুদেরকে সরকার ও সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করবে, যার সাহায্যে এসকল কাফিরেরা এমন সব আইন প্রণয়ন করবে যার দ্বারা তাদের বিরুদ্ধেই অত্যাচারের বৈধতা প্রদান করবে, তাদের জান-মাল এবং দ্বীনকে অপবিত্র করবে। আর যদি মুসলিমরা তাদের বিপক্ষে যায়, তাহলে তারা তাদের আইনের প্রতিই শ্রদ্ধার বিষয় ভুলে যাবে, এসব আইনের কোনো তোয়াক্কা করবে না। ‘ভ্রাতৃত্ব’ আর ‘আনুগত্যের সবক' এসব মিথ্যা বুলি ভুলে গিয়ে মুসলিমদেরকে বিশ্বাসঘাতক ও শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করবে।

আর বর্তমানে আমরা ভারতে আজ সেটাই দেখতে পাচ্ছি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উগ্র হিন্দু মুশরিকরা এখন কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হয়েছে। তড়িঘড়ি করে তারা বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে, যাতে তারা মুসলিমদের ‘নাগরিকত্ব’ বাতিল করে তাদের স্বদেশ ও বাড়িঘর থেকে বের করে দিতে পারে, মসজিদগুলো ছিনিয়ে নিয়ে সেগুলোকে তাদের মূর্তিদের জন্য মন্দিরে রুপান্তরিত করতে পারে। তারা অর্ধশতাব্দী ধরে চলা কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাকে বাতিল করে দিয়ে এর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। অতপর সেখানে মার্শাল ‘ল’ এবং জরুরী অবস্থা জারী করেছে যাতে মুসলিমদের কেউ তাদের বিরুদ্ধাচারণ করলে তাকেই যেন হত্যা করতে পারে।

গণতন্ত্র নামক তরবারি দিয়ে ভারতের মুসলিমদেরকে আজ জবাই দেওয়া হচ্ছে, তাদের হাত আজ জাতীয়তাবাদের রশি দিয়ে বাঁধা, জাহেলী আইনের মাধ্যমে তাদের জান-মাল এবং দ্বীনকে করা হচ্ছে অপবিত্র । আর গণতন্ত্র ধর্মের অনুসারী এসব মুশরিকেরা তারপরেও দিন-রাত তাদের স্পষ্ট কুফুরির উপর অটল থাকতে বলছে! আর বরাবরের মত আওড়ানো তাদের মিথ্যা বুলির মাধ্যমে দাবী করছে যে, “পৃথিবীর এই পাপাচারেই মাঝেই মুসলিমদের জন্য রয়েছে কল্যাণ!”

আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে, শির্কে পতিত হয়ে কিংবা তাঁর মহত্ত্বের সাথে কুফুরী করে দুনিয়া ও আখিরাতে মুসলিমদের কোনো কল্যাণ অর্জন করা অসম্ভব। বরং, তাঁর আদেশ-নিষেধের আনুগত্য, তাওহীদের প্রতি দৃঢ় থাকা, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর অনুসরণ, মুসলিমদের সাথে জাম'আহ বদ্ধ থাকা এবং কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার দ্বারাই এই কল্যাণ অর্জন সম্ভব।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না ফিতনা (কুফর ও শিরক) খতম হয়ে যায় আর দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর তারা যদি বিরত হয় তাহলে তারা (ন্যায় বা অন্যায়) যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা”

[সূরা আনফালঃ ৩৯]

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী”

[সূরা হাজ্জঃ ৪০]